সমকাল

তারিখ 16 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কমিটির সুপারিশ আলোর মুখ দেখেনি দুই বছরেও

ভাষা বিকৃতি চলছেই

■ আবু সালেহ রনি

'হ্যালো লিসেনার, ...ঘড়ির কাঁটায় এখন ঠিক রাত ১২টা। আছি আপনাদের সাথে। এখন করব গল্প আর শোনাব ড্যাশিং-ডুশিং ফাটাফাটি গান। এবারের গানটির জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন মগবাজার থেকে সাদমান, উত্তরা থেকে রায়না, মিরপুর মনিপুর স্কুল থেকে সুইটি...। শুনুন তাহলে রিমিক্স এবং নতুন ভেরিয়েশনে সেই গানটি- সোনা বন্ধু তুই আমারে ভোতা দা দি কাইট্টা লা... পিরিতির কাঁথা দিয়া যাইত্তা ধইরা মাইরা লা।' মধ্যরাতে একটি এফএম রেডিওর আরজে (কথাবন্ধু) শ্রোতাদের এভাবেই ভাষা বিকৃত করে অনুরোধের(!) গান শোনাতে থাকেন। অতি আধুনিকতার নামে অদ্ভুত উচ্চারণে বাংলা-ইংরেজি মিশ্রিত জগাখিচুড়ি এ বাংলা শোনা যায় এখন চব্বিশ ঘণ্টাই। কেবল নির্দিষ্ট কোনো একটি বা দুটি নয়, এটি দেশের প্রায় সব এফএম রেডিওর এখন সম্প্রচার চিত্র।

অন্যদিকে, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে অঞ্চলভিত্তিক নাটক-সিনেমাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও বিনোদনের অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলা ভাষার বিকৃতি। কমেডি ধাঁচের এসব অনুষ্ঠান খুব গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারও হয় বিভিন্ন চ্যানেলে। এর সঙ্গে ভাষা বিকৃতির নতুন উপদ্রব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটারসহ অনলাইনের বিভিন্ন মাধ্যম। ফলে বিকৃত উচ্চারণ, সঠিক শব্দচয়ন ও বিদেশি ভাষার সুরে বাংলা ভাষার বিকৃতি এখন ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র। অথচ ভাষা বিকৃতি রোধে ২০১২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ৯ দফা সুপারিশ দিলেও তা আলোর মুখ দেখেনি গত দুই বছরেও।

ভাষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাতৃভাষা ছাড়া পৃথিবীর কোনো জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যারা ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, তা খারাপ নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, ভাষার যেন বিকৃতি না ঘটে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, অত্যন্ত রুচিহীনভাবে বাংলা ভাষা বিকৃতি করা হচ্ছে। সত্যিকার দেশপ্রেম ও সচেতনতা থাকলে ভাষার অমর্যাদা কেউ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে বর্তমান প্রজন্মসহ সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

২০১২ সালের ২৮ মার্চ হাইকোর্টের নির্দেশে ভাষাদূষণ ও বিকৃতি রোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি তখন ৯ দফা সুপারিশও করেছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, আদালতের নির্দেশে কমিটি হয়েছে এবং ওই কমিটির সুপারিশও আদালতকে পাঠানো হয়েছে। আদালতের ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

কমিটির সুপারিশ আলোর মুখ দেখেনি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

নির্দেশনা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সুপ্রিম কোর্টে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০১২ সালে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভাষা বিকৃতি ও দূষণ রোধে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠনসহ কিছু নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে ওই বেঞ্চ বিলুপ্ত হয় এবং বেঞ্চের দুই বিচারপতির একজন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ও অন্যজন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগ পান। এ কারণে কমিটির সুপারিশ আজও আলোর মুখ দেখেনি। তবে এখন যদি কোনো আদালত বা আইনজীবী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ বিষয়ে শুনানির উদ্যোগ নেন, তবেই কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন হতে পারে।

বাংলা ভাষার পবিত্রতা রক্ষা এবং রেডিও-টেলিভিশনে 'বিকৃত উচ্চারণ' ও 'ভাষা ব্যঙ্গ' করে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার না করতে ২০১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। স্বতঃপ্রণোদিত আদেশে আদালত বাংলা ভাষার দূষণ, বিকৃত উচ্চারণ, ভিন্ন ভাষার সুরে বাংলা উচ্চারণ, সঠিক শব্দচয়ন না করা এবং বাংলা ভাষার অবক্ষয় রোধে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে প্রধান করে একটি প্রয়োজন অনুসারে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে নির্দেশ দেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি সৈয়দ শামসুল হক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক, কবি রফিক আজাদ, কবি নির্মলেন্দু গুণ, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন প্রমুখ এ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। সুপারিশে বলা হয়, ভাষা দূষণ রোধে আইন তৈরি করে বিদেশি টেলিভিশন চ্যানেল এবং দেশীয় বেতার ও টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ করা; বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে প্রমিত বাংলা ভাষার একটি কোর্স চালু এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন প্রবর্তনের উদ্যোগ; বেতার ও টেলিভিশনে ... নিশ্চিত করা এবং ভাষায় বিদেশি শব্দের অকারণ মিশ্রণ দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভাষার বিকার ও দূষণ রোধে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস রেগুলেটরি কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ; বেতার ও টেলিভিশনে ভাষা দূষণ রোধ এবং প্রমিত বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে। ওই কমিটি বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠান পরিবীক্ষণ করে মতামত, উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করবে। মুদ্রণ ও অনলাইন মাধ্যমের ক্ষেত্রেও প্রমিত ভাষা ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ভাষা দূষণ রোধের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় অনুরূপ একটি কমিটি গঠন করতে পারে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডকে চলচ্চিত্রে ভাষা দূষণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া মোবাইল ফোনের কলার টিউনে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষার ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সমকালকে বলেন, 'কমিটির সুপারিশ হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছে। এর পরে আর কোনো অগ্রগতির খবর জানা নেই। কেন এমনটা হয়েছে, তা-ও আমাদের বলা হয়নি।' জানতে চাইলে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার একেএম শামসুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'আদালতের নির্দেশনা পেলে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

কমিটির সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'অনেকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলাকে গৌরবের বিষয় মনে করে। ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলে আমাদের ভাষার ওপর যে আক্রমণ ছিল, তা এখনও থামেনি। হিন্দি ঘরে-ঘরে ঢুকে গেছে। ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে বা বিকৃত বাংলায় কথা বলাটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। বিত্তবানরা ইংরেজি শিখছে। আমাদের শিশুদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের তিনটি ভাষা শিখতে হচ্ছে। এই মনস্তাত্ত্বিক চাপের ফল ভালো হবে না। মাতৃভাষার সঠিক চর্চার মাধ্যমেই বোঝা যায় আমরা ঠিক পথে এগোচ্ছি কি-না। এর থেকেই বোঝা যায় বৈষম্যটা বাড়ছে। দেশের টেলিভিশন নাটকের ... বিকৃতি, তা-ও উৎপাতের মতো।

বরেণ্য কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, ভাষার বিকৃতি রোধ করার জন্য প্রমিত বাংলার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার নাম করে বিচ্ছিন্ন শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষাকে বিকৃত করা চলবে না। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, রাস্তার পাশে ভুল বানানে যেভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থার বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা হচ্ছে, এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও ভাষার বিকৃতি ঘটছে। এ ক্ষেত্রে সরকারিভাবে এখনই ভাষা বিকৃতি রোধে একটা সেল গঠন করা উচিত। যারা এসব বিজ্ঞাপনী সংস্থাকে শুদ্ধ বানানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অনুমতি প্রদান করবে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া আমাদের এফএম রেডিওগুলোতে যেভাবে কথা বলা হচ্ছে, সেটা একেবারেই বন্ধ করতে হবে। কারণ, বাংলাভাষী কোনো অঞ্চলেই এর প্রয়োগ নেই।